গীতি-মাল্য

গীতি-মাল্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

গীতি-মাল্য

১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে।

নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌ল গভীর বাণী।
নিকষেতে উঠ্‌ল ফুটে
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই,
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুলধারে॥

শান্তিনিকেতন
১৩১৫

২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুন্‌তে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।
এই হল মোদের পাওয়া
তাই ধরেছি গান গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি॥

আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চল্‌ব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি॥

শান্তিনিকেতন
১৩১৬

৩

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে ?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ?
তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নাম না !
ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !

আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি'
তৃণ উঠুক্ শিহরি' শিহরি',
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে ;
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে !
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থাম না !
ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !

ওগো সোনার স্বপন, সাধেব সাধনা !

কত আকুল হাসি ও বোদনে

বাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,

জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,

ভবি' নিশীথ-তিমিব থালিকা,

প্রাতে কুসুমেব সাজি সাজায়ে,

সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝব বাজায়ে,

কত কবেছে তোমাব স্তুতি-আবাধনা।

ওগো সোনাব স্বপন, সাধেব সাধনা।

ঐ বসেছ শুভ্র আসনে

আজি নিখিলেব সম্ভাষণে ;

আহা শ্বেতচন্দন তিলকে

আজি তোমাবে সাজায়ে দিল কে।

আহা ববিল তোমাবে কে আজি

তাব দুঃখ-শয়ন তেযাজি',

তুমি ঘুচালে কাহাব বিবহ-কাঁদনা।

ওগো সোনাব স্বপন, সাধেব সাধনা।

শান্তিনিকেতন

১৩১৬

৪

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজনপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধ্বনি উধাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে
তান তুলেছে কোন্ নূপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতাবার পড়ল বেখা,
পাবাপাবেব সময় গেল
খেয়াতবীব নাইক দেখা।
পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনভবা বেহাগ সুবে
মনেব মাঝে অনেক দূবে ॥

সাবাটা দিন দিনেব কাজে
হয়নি কিছুই দেখাশোনা,
কেবল মাথাব বোঝা বহে
হাটেব মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি,
সন্ধ্যাদীপেব আলোয় বসে
ওগো আমাব নয়ন ঝুবে
মনের মাঝে অনেক দূবে ॥

১৫ই চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদহ

৫

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজেব পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না ত কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্ব্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
এই কাজেরি পথে॥

জেনেছিলেম কিছুই আমার
নাই অজানা।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেছি হাটে,
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষা নদী পার করেছি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে,
সকল পথই জানা॥

সেদিন আমি জেগেছিলেম
দেখে কারে ?
পসরা মোর পূর্ণ ছিল
চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
দেখেছিলেম কারে ॥

সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হল বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
গেল কে যে চপল পায়ে
চকিতে মোর নয়ন দুটি
ভরিয়ে অরুণ রাগে !
সেদিন চলে যেতে যেতে
মনে হল কেমন লাগে ॥

এত দিনেব পথ হাবালেম
এক নিমেষে
জানিনে ত কোথায় এলেম
একটু পথেব বাইবে এসে।
কেটেছে দিন দিনেব পবে
এম্‌নি পথে এম্‌নি ঘবে,
জানিনে ত চলেছিলেম
হেন অচিন্‌ দেশে।
চিবকালেব জানাশোনা
ঘুচ্‌ল এক নিমেষে॥

বইল পডে পসবা মোব
পথেব পাশে।
চাবিদিকেব আকাশ আজি
দিক-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল-জানাব বুকেব মাঝে
দাঁডিযেছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভবে আসে।
পসবা মোব পাসবিলাম
বইল পথেব পাশে।

১৬ই চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদহ

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।
ছেড়ে দে দেগো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস বসে
বসে থাক্ ভাগ্য মানি॥

আমাব এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে,
যখনি খুসি তোমার
নিয়ো সেই আসনখানি॥

১৭ই চৈত্র
শিলাইদা

৭

আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে
বাতাস বহে
সুমন্দ॥

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ॥

১৭ই চৈত্র

৮

কোলাহল ত বারণ হল,
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ,
কেবল মাত্র গানে গানে।
বাজার পথে লোক ছুটেছে
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিন দুপরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেইবা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক্ তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্য দিনে মৌমাছিরা
বেড়াক্ মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে ত দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেইবা জানে?

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হত খবর আসে
উঠ্‌ত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহ গান মনকে গাওয়ায়
পরাণ-উনমাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে॥

একি গভীর, একি মধুর,
একি হাসি পরাণ-বঁধুর
    একি নীরব চাহনি,
একি ঘন গহন মায়া,
একি স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
    নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
    নিতেছে সুর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হল হারা,
    গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
    বিনা সাজের কি বেশে!
আমার চির জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
    একটি নিবিড় নিমেষে॥

১৯ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদহ

১০

কে গো তুমি বিদেশী !
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমাব
বাজালো স্থব কি দেশী ?
নৃত্য তোমাব ছুলে ছুলে,
কুন্তলপাশ পড়্চে খুলে,
কাঁপ্চে ধবা চবণে,
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্চে উড়ে
ইন্দ্রধনুব ববণে।
আজকে ত আব ঘুমায় না কেউ
জলের পরে লেগেছে ঢেউ,
শাথায় জাগে পাখীতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠ্চে বেজে
ধৈর্য্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নীচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয়না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।
নাটের লীলা হায় গো একি,
পুলক জাগে আজ্‌কে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে!
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে!
লুকিয়ে রবে কেগো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁই চাঁপারে।
রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী,

নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগ্‌বে ভালো,
নাচ্‌বে ফণা দুলায়ে।
মিল্‌বে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিল্‌বে দখিন সমীরণে,
মিল্‌বে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে!

২০ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১১

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে!
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়াব আছে
সেইখানে ভাই করব গমন নিশীথে ॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে!
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া গোপনে ॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে।
জগৎ-জোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি ত কিছুরি ,
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরী ॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেই বা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে ?"
"কে জানে গো কে জানে।
শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো ;
সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁজে গো ॥"

২১ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১২

এই দুযাবটি খোলা।
আমাব খেলা খেল্‌বে বলে
আপ্‌নি হেথায আস চলে
ওগো আপন-ভোলা।
ফুলেব মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চবণ তলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।
এস আমাব আপন ঘবে,
বস আমাব আসন পবে,
লহ আমায় পাশে।
এম্‌নিতব লীলাব বেশে
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
দাও আমাবে দোলা
ওঠে হাসি, নয়নবাবি,
তোমায় তখন চিন্‌তে নারি
ওগো আপন-ভোলা॥

কত বাতে, কত প্রাতে,
কত গভীব ববষাতে,
কত বসন্তে,
তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমাব পবশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ ত জানেনা তা'।
বইল আকাশ অবাক মানি,
কবল কেবল কানাকানি
বনেব লতাপাতা।
মোদেব দোঁহাব সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ বাগিণী
ফুলেব সুগন্ধে?
সেই মিলনেব চাওয়া পাওযা
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওযা
কত বসন্তে॥

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হল মনে
ধরা পড়েছ!

মন বলেছে "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনিনে গো,
কি বেশ ধরেছ ?"
রোজ দেখেছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
কবচ যাওয়া আসা,
হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সাম্‌নে এসে
পাইনে খুঁজে ভাষা।
সেদিন দেখি পাখীর গানে
কি যে বলে কেউ না জানে ;—
কি গুণ করেছ !
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে,
ধরা পড়েছ ॥

২২এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৩

এই যে এরা আঙিনাতে
এসেছে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এনে
পেয়েছে ছুটি।
দোলে হাওয়া বেণুব শাখে
চিকণ পাতা'ব ফাঁকে ফাঁকে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতাবা
উঠেছে ফুটি॥

ঘবেব ছেলে ঘবেব মেয়ে
বসেছে মিলে।
তাবি মাঝে তোমাব আসন
তুমি যে নিলে।
আপন চেনা লোকেব মত
নাম দিয়েছে তোমায় কত,
সে নাম ধবে ডাকে ওবা
সন্ধ্যা নামিলে॥

মানীর দ্বারে মান ওরা হায়
পায় না ত কেহ।
ওদের তরে রাজাব ঘবে
বন্ধ যে গেহ।

জীর্ণ আঁচল ধূলায় পাতে
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে
কোন্ ভরসায় চবণ ধরে
মলিন ঐ দেহ ॥

বাতেব পাখী উঠ্‌চে ডাকি
নদীব কিনাবে।
কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের বেথা
বনেব ওপাবে।
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লীপথে লোক না চলে,
শূন্যমাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আঁধাবে ॥

জ্বলে নেভে কত সূর্য্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজাব ভবনে।
তারি মাঝে আঁধাব রাতে
পল্লীঘবেব আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠ্‌চে গগনে ॥

২৩ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৪

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক লোকান্তরের
অরণ্যে পর্ব্বতে ॥

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর ॥

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে'॥

২৪এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৫

আমি আমায় করব বড়
এই ত আমার মায়া ;—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেল্‌ব রঙীন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখ্‌বে দূরে,
ডাক্‌বে তারে নানা সুরে,
আপ্‌নারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া॥

বিরহ গান উঠ্‌ল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি
কতই আশা ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়॥

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা ;—
এবি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বস্‌লে সেজে,
সোজা কিছু রাখ্‌লে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা ॥

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূবে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমাব খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমাব যাওয়া আসায়
কাটে সকল বেলা ॥

২৫এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৬

এবাব ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তবী।
তীবে বসে যায় যে বেলা
মবি গো মবি।
ফুল ফোটানো সাবা কবে
বসন্ত যে গেল সবে,
নিয়ে ঝরা ফুলেব ডালা
বল কি কবি॥

জল উঠেছে ছল ছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝবে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি॥

২৬এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৭

যেদিন ফুট্‌ল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়
স্বপন দেখে' চম্‌কে উঠে' চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিঃশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে ত নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয় উপবনে॥

২৬এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস্‌নে তুই তা কি।
ওরে অলস জানিস্‌নে তুই তা কি ?
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস্‌ না গো ॥

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে রে
দিস্‌নে তারে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্‌ না গো ॥

প্রখর রবির তাপে
না হয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
না হয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক্ চারিদিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক্ চারিদিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি
দেখ্‌বে আনন্দ কি নাহি?
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরী
বাজ্‌বে তোরে ডাকি।
মধুর সুরে বাজ্‌বে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্ না গো॥

৭এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

১৯

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো
তাবে রাখতে নারি টানি।

আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচ্‌ল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখ্‌লে আমাবে
এমন প্রলয় মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি॥

হঠাৎ আকাশ উজলি
কারে খুঁজে কে ঐ চলে!
চমক লাগায় বিজুলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ গগন জুড়ে,
আমার যাক্ সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক্ আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

২৮এ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

২০

তুমি একটু কেবল বস্‌তে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গনে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

২১

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে
আমার পথ হল সুন্দর।
কি নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস্‌নে তা
শূন্য হাতেই চল্‌ব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥

মালা পরে' যাব মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখিনে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠ্‌বে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরী
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর॥

৩০ চৈত্র, ১৩১৮
শিলাইদা

২২

কে গো অন্তরতর সে ?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে॥

৩ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৩

আমাবে তুমি অশেষ কবেছ
এমনি লীলা তব।
ফুবাযে ফেলে আবাব ভবেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিবি কত যে নদীতীবে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিবে,
কত যে তান বাজালে ফিবে ফিবে
কাহাবে তাহা কব॥

তোমাবি ঐ অমৃতপবশে
আমাব হিয়াখানি
হাবাল সীমা বিপুল হবষে
উথলি উঠে বাণী।
আমাব শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সাবা কত না যুগ ধবি,
কেবলি আমি লব॥

৭ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে॥

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে॥

৭ই বৈশাখ,
শান্তিনিকেতন

২৫

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে!
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে॥

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহিরে!
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে॥

৯ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৬

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবাবে আমি প্রণাম কবে যাই।
ফিবায়ে দিনু দ্বাবেব চাবি
রাখিনা আব ঘরের দাবী,
সবাব আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবাবে আমি প্রণাম করে যাই॥

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবাবে আমি প্রণাম কবে যাই॥

৯ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো ছায়াব
মায়ার খেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে॥

১৩ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান॥

লোহিত সমুদ্র
৩রা জুন, ১৯১২

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কি আছে কি চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি,
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে॥

নব নব রূপে বরণে বরণে ভরি
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, তাই বাস তারে ভালো,
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে॥

The Heath
Holford Road
Hampstead
২৩ জুন, ১৯১২

৩০

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

The Heath
2 Holford Road
Hampstead
২৫ জুন, ১৯১২

৩১

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউবা আসে, কেউবা হাসে, কেউবা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এল রথে।
বল্লে হাতে ধরে,' "তোমায়
কিনব আমি জোরে",
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে'।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে'।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বল্‌লে
"কিন্‌ব দিয়ে সোনা",
উজাড় করে' দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বল্‌লে কাছে এসে, "তোমায়
কিন্‌ব আমি হেসে",
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' বল্‌লে
"অম্‌নি নেব কিনে!"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

Vale of Health
Hampstead.
জুলাই ১৯১২

৩২

তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে॥

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

16 More's Garden
Cheyne Walk London
৮ই ভাদ্র ১৩২০

৩৩

অসীম ধন ত আছে তোমাব
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমাব হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমাব বতনমণি
আমায় কবলে ধনী,
এখন দ্বাবে এসে ডাক
বয়েছি দ্বাব এঁটে॥

আমায় তুমি কববে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে
নাম্‌বে ধুলাপথে
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

৩৪

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুর নাহি যে সরে,
ঐ দিকে যে মন পড়ে রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই ত বসে আছি।
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ
মণিমালার লাজে॥

Cheyne Walk
৮ই ভাদ্র, ১৩২০

৩৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥

মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

Cheyne Walk
৯ই ভাদ্র

৩৬

প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে।
ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না
মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

Cheyne Walk
৯ই ভাদ্র

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মত
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত॥

আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত॥

Far Oakridge, Glos.
১১ই ভাদ্র

৩৮

ভেলাব মত বুকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় ডুলে
কূলে কূলে
স্রোতেব কলকলে।
ভবেব স্রোতেব কলকলে॥

এবাব কেড়ে লও এ ভেলা
ঘুচাও খেলা
জলেব কোলাহলে।
অধীব জলেব কোলাহলে।
এবাব তুমি ডুবাও তাবে
একেবাবে
রসের রসাতলে।
গভীর রসেব রসাতলে॥

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
S. S. City of Lahore
মধ্যধবণী সাগব

৩৯

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,—
সেই সুরে মোরে বাজাও॥

সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজে নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও॥

S. S. City of Lahore
১৪ই সেপ্টেম্বর
মধ্যধরণী সাগর

৪০

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু,
নদীর কূলে চর্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু,
পাখীরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে
এ দিন যাবে॥

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী?

কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থাম্‌তে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥

S. S. City of Lahore
বোহিত সাগর
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুব খেলা।
কতবার যে নিবল বাতি
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা॥

বারেবারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইক অবহেলা॥

রোহিত সাগর
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে?

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে?

শান্তিনিকেতন
২৮ আশ্বিন, ১৩২০

৪৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না?

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্নি করে সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ;
তেম্নি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না?

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন

৪৪

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক্
নামের তারা তব।
জাগরণের ভালে আঁকুক্
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক্ শিখা।
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক্ লিখা।

সকল কাজের শেষে তোমাব
নামটি উঠুক্ ফলে,
বাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপথে সঙ্গোপনে
ববে নামেব মধু,
তোমায় দিব মবণক্ষণে
তোমাবি নাম বঁধু ॥

২বা কার্ত্তিক, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৫

আমাব যে আসে কাছে যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনেব সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুব বসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখেব বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাট জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ॥
ওগো কভু সুখেব কভু দুখেব দোলে
মোব জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমাব এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভাল বেসেছ।
যবে মবণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতেব কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

৪৬

কেবল থাকিস্ সরে সবে
পাস্‌নে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে দিস্‌নে সাড়া
সব খোয়ালি এম্‌নি করে॥

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস্‌নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাস্‌নে তা ঘুমের ঘোরে॥

৫ই কার্ত্তিক
শান্তিনিকেতন

৪৭

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমিই আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ ॥

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ ॥

শত্রু আমারে করগো জয়
তুমিই আমার বন্ধু
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ ॥

বজ্র এসহে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ ॥

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে ?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে ?

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে ?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারী
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ?

১৫ই অগ্রহায়ণ
শান্তিনিকেতন

৪৯

আমাব সকল কাঁটা ধন্য কবে
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে।
আমাব অনেকদিনেব আকাশ-চাওয়া
আস্‌বে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুট্‌বে॥

আমাব লজ্জা যাবে যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমাব বন্ধু যখন বাত্রিশেষে
পবশ তাবে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার লুট্‌বে॥

৫০

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুন্‌ব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র॥
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি॥
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য॥
নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান॥

যাব তোমার সাথে
　　　দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
　　　দাও সে তোমার অস্ত্র ॥
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
　　　দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য
　　　দাও দাও কল্যাণ ॥

৫১

প্রভু, তোমার বীণা যেম্‌নি বাজে
আঁধার মাঝে,
অম্‌নি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেম্‌নি ধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কি গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠ্‌বে ভাসি
চিত্ত-গগন-পারে॥

তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ে রবে না সীমা
ঐ মহিমা
আর যাবেনা ঢাকা ॥
তখন তোমাব প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন পবে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনেব তবে ॥

৭ই পৌষ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫২

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্লশ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা॥

চল্‌চে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা॥

১৫ই পৌষ, ১৩২০

৫৩

জীবন স্রোতে ঢেউয়ের পরে
কোন্ আলো ঐ বেড়ায় দুলে ?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
বসে বসে বিজন কূলে।
ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দুহাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
মনে করি আন্‌ব তুলে ॥

শান্ত হ'রে শান্ত হ' মন
ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে মণি নয় সে মাণিক
নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া।
দূরে কাছে আগে পাছে
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে,
জীবন হতে ছানিয়ে তারে
তুল্‌তে গেলে মরবি ভুলে ॥

১৫ই পৌষ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৪

কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সেদিন
উঠেছি গান গেয়ে,
দুটি আঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে॥

দুখ যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাইনে কথা বলে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে॥

২৯ মাঘ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তার
পরাণ-পুতলা।

আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান ছুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কেগো ছুলিছে।
ছুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
ছুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।

মাঘীপূর্ণিমা
২৮ মাঘ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখ্‌তে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে॥

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে॥

শিলাইদা
১২ ফাল্গুন, ১৩২০

৫৭

যদি জান্‌তেম আমাব কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কি জানি তার নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে
ফিবি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাইনি তাহাব দাম॥

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধরে।
ভুবন ভরে আছে যেন
পাইনে জীবন ভরে।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে",
বাজে অবিশ্রাম॥

শিলাইদা
১২ ফাল্গুন

৫৮

বেসুর বাজেরে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝেরে।
মেলেনা সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে
সবারে সে আড়াল করে
মরি লাজেবে॥

থামারে ঝঙ্কার!
নীরব হয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
দেখ্‌রে চারিধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ঐ
তোরি কাজেরে॥

শিলাইদা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২০

৫৯

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধলনাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তারা স্বামী॥

টেনেছিল কতই কান্না হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
সুধায় সবাই হতভাগ্য বলে'
"মাথা কোথায় রাখ্‌বি সন্ধ্যা হলে?"
জানি জানি নাম্‌বে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥

শিলাইদা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২০

৬০

সকল দাবী ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে?
নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
পাস্‌নি যা' তাব হিসাব পেতে,
শুনিস্‌নে তাই ভাণ্ডাবেতে
ডাক পড়ে তোব যবে॥

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায়
অশ্রু মুছে মুছে,
চোখেব জলে দেখ্‌তে না পাস
দুঃখ গেছে ঘুচে।
সব আছে তোব ভব্‌সা যে নেই,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ এই যে সে এই,
মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
অমনি পাবি তবে॥

শিলাইদা
১৫ই ফাল্গুন

৬১

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কি নিলি তোর দান ?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কি বা আছে ?
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক'খানি গান॥

ঘরে আমার রাখ্‌তে যে হয়
বহুলোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান॥

৬২

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সাব ॥

শুধাতে যাই যাবি কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে ?
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকাব ॥

পথেব ধারে ছায়াতরু
নাই ত তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা।
দিনের আলো হলে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে
কয় না কিছু আব ॥

শিলাইদা
১৫ই ফাল্গুন

৬৩

আমার ভাঙাপথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন ?
তারি গলার মালা হতে
পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানাল তাই,
এমন করে আমারে হায়
কেবা কাঁদায় সে জন ভিন্ন ॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো,
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙীন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিল্‌ল না যে,
রইনু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ ॥

৬৪

আমাব ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বাবে
তখন আপনি এসে দ্বাব খুলে দাও
ডাক তাবে।
বাহুপাশেব কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটাব পথে ধায় সে তোমাব
অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে॥

আমাব ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি স্থরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বাব খুলে দাও
ডাক তাবে ॥

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন দিনের সকালে॥

১৮ই ফাল্গুন, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন কবে
ফেল আমার মুখের পবে
আপনি থাক আলোব পিছনে ॥

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কি উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের পবে
আপনি পড়ি আলোব পিছনে ॥

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙ্‌ল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে॥

অন্ধকারে রইনু পড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি?
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের পরে॥

৬৮

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥

৬৯

তোমাব কাছে শান্তি চাব না।
থাক্‌না আমাব দুঃখ ভাবনা।
অশান্তিব এই দোলাব পবে
বস বস লীলাব ভরে
দোলা দিব এ মোব কামনা॥

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়েব কেতন উড়ুক আকাশে
বুকেব কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমাব চবণ-পরশনে
অন্ধকারে আমাব সাধনা॥

২৬ ফাল্গুন, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখোনা তরী,
এস এস পার হয়ে মোর
হৃদয় মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে॥

৭১

আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইক তোমার ভয়।
আমাব ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমেব ত নাই ক্ষয়॥
দুবে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূব কভু দূব নয়॥

আমাব প্রাণের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি নাহি খোলে,
তোমাব বসন্তবায় নাই কিগো তাই বলে?
এই খেলাতে আমার সনে
হাব মান যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধূলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম বলে
যেমন খুসি এলেম চলে
ভয় করিনি তোমায় আমি
অন্ধকারে॥

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে
ফিরে যাবে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে॥

৭৩

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই ত সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

সকাল সাঁজে সুর যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুন্‌ব;কি আর বুঝ্‌ব কিবা,
এই ত দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি?

শান্তিনিকেতন
২ চৈত্র, ১৩২০

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউবা আসে এ পারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভরে'
যে সুর আনে সঙ্গে করে'
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরাণ লয় রে কাড়ি॥

কার কথা যে জানায় তারা
জানিনে তা।
হেথা হতে কি নিয়ে বা
যায়রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায়রে যেতে বাসা ছাড়ি॥

শান্তিনিকেতন
৩ চৈত্র, ১৩২০

৭৫

জীবন আমার চল্‌চে যেমন
তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চলে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাব, তারা
আমায় চাবে॥

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও
আমায় চাবে॥

শান্তিনিকেতন
৫ চৈত্র, ১৩২০

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার বস হালে।
        এবার ছাড়া পেলে বাঁচে
        জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
                এই বাতাসের তালে তালে ॥
                মাঝি, এবার বস হালে ॥

দিন গিয়েছে এল রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী।
        কাট বাঁধন দাওগো ছাড়ি,
        তারার আলোয় দেব পাড়ি,
                সুর জেগেছে যাবার কালে ॥
                মাঝি এবার বস হালে ॥

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেম্‌নি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে॥

শান্তিনিকেতন*
৭ চৈত্র, ১৩২০

৭৮

আরো চাই যে আরো চাই গো
আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই॥
সকাল বেলার আলোয় ভরা
এই যে আকাশ বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই॥

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীব পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন রজনীর বাঁশি পূরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তাবে
বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই॥

শান্তিনিকেতন
৮ই চৈত্র, ১৩২০

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া,
সেও আমার পাওয়া,
তাই ত পরাণ পরাণপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে॥

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস্ পিছে!
লাগ্‌লে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে,
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে॥

৮০

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌চ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে॥

ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে॥

১৩ই চৈত্র

৮১

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝ্‌তে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়াব
পিছন হতে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।
তোমাব পূজাব ছলে তোমায় ভুলেই থাকি॥

দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে ত মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাত্‌ব আসন আপন মনের একটি কোণায়;
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি॥

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন ॥
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকলক্ষণ ॥

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ ॥

১৫ই চৈত্র

৮৩

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রং লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে
কোন্ পরিমল পবনে?

দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে॥

শান্তিনিকেতন
১৬ই চৈত্র, ১৩২০

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা॥

আমারে যে নাম্‌তে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপ্‌না নিয়ে করব যতই
বেচা কেনা॥

শান্তিনিকেতন
১৭ই চৈত্র, ১৩২০

৮৫

বল ত এই বারের মত
প্রভু তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে
কিছু বা ফল আছে ধরে
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত॥

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ঐ যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত॥

২২ চৈত্র

৮৬

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাবনা গো যাবনা যে,
থাক্‌ব পড়ে ঘরের মাঝে
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাবনা এই মাতাল সমীরণে॥

আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে মুছ্‌তে হবে মোরে।
আমারে যে জাগ্‌তে হবে,
কি জানি সে আস্‌বে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাবনা এই মাতাল সমীরণে॥

২২শে চৈত্র

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।

কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি!
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু॥

৮৮

সকাল সাঁজে

ধায় যে ওরা নানা কাজে।

আমি কেবল বসে আছি

আপন মনে কাঁটা বাছি

পথের মাঝে।

সকাল সাঁজে।

এ পথ চেয়ে

সে আসে তাই আছি চেয়ে।

কতই কাঁটা বাজে পায়ে,

কতই ধুলা লাগে গায়ে,

মরি লাজে ;

সকাল সাঁজে।

২৪ চৈত্র

৮৯

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে॥

আঁধারের তারা যত অবাক্ হয়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ কমল,
আগুনের কি গুণ আছে
কে জানে॥

৯০

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন করে ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয় যে ভ'রে।
পাগল করে এমন করে।

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হরে
পাগল করে এমন করে!

২৪শে চৈত্র

৯১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুক্‌নো ধূলো যত ?
কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
অনাহূতের মত ?
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমন ভাগ্যহত !

তখন আলসেতে বসেছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
বাজ্‌বে পায়ে পায়ে।
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার
গভীর হৃদয়-ক্ষত ॥

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহিরপানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালবাসায়
সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাইনি॥

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গান ত গাইনি॥

২৫ চৈত্র
কলিকাতার পথে
রেলগাড়িতে

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় করে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে?
বনে তোর লাগাস্ আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম পরে মরিস্ যুঝে॥

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কি লাগি ফিরিস্ পথে দিবারাতি!
যে আলো, শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝরে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে॥

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে॥
পথ আমারে শুধায় লোকে
পথ কি আমার পড়ে চোখে?
চলি যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে॥

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিইনে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে॥

২৭ চৈত্র
কলিকাতা

৯৫

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে ॥
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার বলে' ছলে বলে
কে বল' আর রাখ্‌বে এঁটে ॥

আমারে নিখিল ভুবন দেখ্‌চে চেয়ে
রাত্রি দিবা।
আমি কি জানিনে তার অর্থ কিবা ?
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো,
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে ॥

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে ;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুট্‌বে বাণী ॥

আমার বীণাখানি পড়চে আজি
সবার চোখে।
হের তারগুলি তার দেখ্‌চে গুণে
সকল লোকে !
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠ্‌বে বেজে করুণ রবে ;
যখন তুমি তারে বুকের পরে
লবে টানি।

১লা বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৭

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টলিয়ে দাও গো দুলিয়ে দাও॥
পথের শেষে মিল্‌বে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও॥

কেউবা ওরা ঘরে বসে'
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায়।
কেউবা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র পড়ে' মনকে মাতায়।
ডাক শুনেছি সকলখানে
সে-কথা যে কেউ না মানে;
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও॥

৯৮

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হের রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধোরো
ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

৩ বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৯

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহন মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন।
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাল্ল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥

৫ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০০

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
ওরা আমার হৃদয়পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
তোমার কাছে কি যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
দিন কেটে যায় অন্য মনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু তোমার মুখের সোহাগবাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়া যে ওদের মুখে আছে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল॥

৬ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০১

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি।
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে'
আমার করে' নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে'।
আমার বলে' যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

৭ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০২

এই লভিনু সঙ্গ তব,
　　সুন্দর, হে সুন্দর !
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
　　ধন্য হল অন্তর,
　　সুন্দর, হে সুন্দর ॥

আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল
　　সৌরভেতে মন্থর,
　　সুন্দর, হে সুন্দর ॥

এই তোমারি পরশরাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রৈল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দব, হে সুন্দর!

৩১ বৈশাখ
রামগড়
হিমালয়।

১০৩

এই ত তোমাব আলোক-ধেনু
সূর্য্যতাবা দলে দলে ;
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চবাও মহা-গগনতলে ॥
তৃণেব সাবি তুল্‌চে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চবা ধেনু এবা
ভিড় কবেছে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূবে দূবে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁজেব সুবে
ফিবিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমাব যত
ঘুবে বেড়ায় কোথায় কত,
মোব জীবনেব বাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?

১০ই জ্যৈষ্ঠ
রামগড়

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
কবে তোমার সাধনা ?

চিনি নাই ত আমি তারে,
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা ॥

তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে।
দিনে রাতে চুরি ক'রে
এনেছি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিলব আসি,
এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
তখন তোমার দেখব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা ॥

৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৬

এবে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে ?
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে।
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

১০৭

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা, সন্ধ্যা হল বুকে ধর !
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর ॥

ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধারমাঝে হোক্ না জড় ॥

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি !
আমার বলে যাহা আছে, মা,
তোমার করে সকল হর' ॥

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম-বিলায় ও কে ?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখীরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ঐ দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৯

আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের
ডাইনে বাঁয়ে ;
পূজাব ছায়ে ॥
ওবা মিশায় ওদের নীবব কান্তি
আমার গানে,
আমাব প্রাণে।
ওবা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদেব
সকল গায়ে
পূজাব ছায়ে ॥

হেথায় সাড়া পেল বাহির হল
প্রভাত রবি
অমল-ছবি।
সে যে আলোটি তার মিলিয়ে দিল
আমার মাথে
প্রণাম সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে
পূজার ছায়ে ॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
বামগড়

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেম্নি তোমার প্রেমের
বহুক্ না তুফান ॥

রসের বরিষণে
তারে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক্ সে তোমার দান ॥

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত কর তাকে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা,
তেম্নি তারে তোমার কর
যেমন তোমার গান ॥

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১১১

মোব সন্ধ্যায় তুমি সুন্দববেশে এসেছ,
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
মোব অন্ধকাবেব অন্তবে তুমি হেসেছ,
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই নম্র নীবব সৌম্য গভীব আকাশে
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই শান্ত সুধীব তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই ক্লান্ত ধবাব শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই স্তব্ধ তাবাব মৌন মন্ত্র ভাষণে
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় কবিগো নমস্কাব।
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যা কুসুম মালাতে
তোমায় কবিগো নমস্কাব॥

৩রা আষাঢ়, ১৩২১
কলিকাতা